বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা' বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা জার্ণাল। এটি বছরে একবার প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক সময় বিশেষ সংখ্যা হিসেবেও প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রতিটি প্রবন্ধ দু'জন রিভিউয়ার কর্তৃক রিভিউ করা হয়ে থাকে। রিভিউয়ার কর্তৃক ছাড়কৃত প্রবন্ধই প্রকাশনার জন্য বিবেচিত হয়ে থাকে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।

১। প্রবন্ধের প্রতিটি লাইনের মাঝে ডাবল স্পেস রেখে A4 সাইজের কাগজের এক পৃষ্ঠায় (উভয়দিকে ১ ইঞ্চি মার্জিন রেখে) Sutonny MJ Font-এ টাইপ করতে হবে এবং প্রবন্ধের ২টি কপি soft copy সহ জমা দিতে হবে।

২। প্রতিটি প্রবন্ধ সর্বোচ্চ ৩০ পৃষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ ৩০টি টীকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৩। লেখকের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি তারকাচিহ্নসহ প্রথম পৃষ্ঠায় পাদটীকায় থাকতে হবে।

৪। প্রবন্ধের কভার পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত তথ্য থাকতে হবে:

- প্রবন্ধকারের নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি

- পাদদেশে কৃতজ্ঞতাস্বীকার (যদি থাকে)।

৫। প্রবন্ধের মূলপাঠে (Text) রেফারেন্সের উল্লেখ হবে এরকম: (খান, ১৯৭৬)। মূল রেফারেন্স উৎস ইংরেজিতে থাকলে তা ইংরেজিতে উল্লেখ করতে হবে। যেমন, (Khan, 1976)। বিদেশী লেখকের নাম ইংরেজিতে থাকলে তা ইংরেজিতে উল্লেখ করতে হবে। মূল পাঠে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, চুক্তি, ঘোষণা ইত্যাদি ইংরেজিতে থাকলে ইংরেজিতে উল্লেখ করা যাবে। কোনো ইংরেজি শব্দকে লেখক নতুনভাবে বাংলা করলে ইংরেজি শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে দিতে হবে। Abbreviation ব্যবহার করলে বন্ধনীর মধ্যে সংক্ষেপিত শব্দটির পুরো নামটি দিতে হবে প্রথম ব্যবহারের সময়ই।

৬। পাদটীকা (Footnote) প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে সন্নিবেশ করতে হবে এবং পাদটীকার সূচক সংখ্যা একই ধারাবাহিকতায় নির্দেশ করতে হবে।

৭। উদ্ধৃতি (Quotation) নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল পাঠে ইংরেজি উদ্ধৃতির মূল ভাষ্য ব্যবহার করতে হবে। তবে মূল ভাষ্য থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ সংযোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ উৎস নির্দেশ আবশ্যক।

৮। প্রবন্ধের শেষে পৃথক পৃষ্ঠায় গ্রন্থপঞ্জি সংযোগ করতে হবে।

বই/মনোগ্রাফের ক্ষেত্রে প্রথমে আসবে রচয়িতার নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশনার বছর, তারপরে হবে যথাক্রমে গ্রন্থের শিরোনাম, প্রকাশক এবং প্রকাশনার স্থান (শহরের নাম) ।

সংকলন থেকে গৃহীত প্রবন্ধের শিরোনামের পর সম্পাদক বা সংকলকের নাম এবং মূল গ্রন্থের শিরোনাম হবে।

গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ থাকলে সংস্করণ উল্লেখ করতে হবে।

সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখে প্রথমে প্রবন্ধকারের নাম, তারপরে হবে যথাক্রমে পত্রিকা/সাময়িকীর নাম, বর্ষ/খণ্ড সংখ্যা, প্রকাশ তারিখ (দিন, মাস, সন) এবং সামগ্রিক পৃষ্ঠাংক উল্লেখ আবশ্যক।

প্রবন্ধে একাধিক ভাষার গ্রন্থ/প্রবন্ধাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জি ভাষাভিত্তিক বিন্যাস অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রবন্ধটিতে বাংলা ভাষার গ্রন্থপঞ্জি সর্বপ্রথম সংযোগ করতে হবে, তারপরে হবে ইংরেজি ভাষার গ্রন্থপঞ্জি। গ্রন্থপঞ্জি গ্রন্থাকারের নামের বর্ণানুক্রমে হতে হবে।

একই গ্রন্থাকারের একাধিক রচনা সংক্ষেপে গ্রন্থাকারের নাম পুনরুল্লেখ না করে নামের পরিবর্তে একটি ছোট সমান্তরাল লাইন যোগ করে রচনাগুলো প্রকাশকাল অনুক্রমে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

সাময়িকীর নাম সংক্ষেপিত অর্থাৎ abbreviated করা যাবে না। যেমন, Eco.Sc. Rev.

নমুনা গ্রন্থপঞ্জি

সেন, অমর্ত্য (১৯৯০): *জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

খান, আব্দুল আউয়াল ও আনোয়ারুল আজিম আরিফ (১৯৯০): *বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা: আবীর পাবলিকেশন।

আলম, এম খোরশেদ (১৪০৩ বঙ্গাব্দ): "বাজার অর্থনীতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ১৪শ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা: বিআইডিএস, পৃ ১৫-৩৪।

—— (১৪০২): "অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা: কতিপয় প্রাসঙ্গিক ইস্যু", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ১৩শ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা: বিআইডিএস, পৃ ১৫-৩৪।

ওসমানী, সিদ্দিকুর রহমান (১৯৯৭): "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য মোচন: এদের সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে কিছু ভাবনা," রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত) *দারিদ্র্য ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, ঢাকা:বিআইডিএস।

৯। প্রবন্ধকার ১০টি অফপ্রিন্টসহ জার্নালের ২টি কপি বিনামূল্যে পাবেন।

১০। পরিশিষ্ট (Appendix) আলাদা পৃষ্ঠায় গ্রন্থপঞ্জির পরে সংযোগ করতে হবে।

১১। প্রবন্ধ নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদক
বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ই-১৭ আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর
জিপিও বক্স নং ৩৮৫৪
ঢাকা -১২০৭
E-mail: myunus@bids.org.bd